আমাদের সমাজ

বাইবেল অনুসারে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতার ভিত্তি, এবং কিভাবে আমরা সেগুলো প্রয়োগ করতে পারি সেই সব বিষয় এযাবৎ আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি ইতিমধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীরা এগুলি ব্যক্তিগত জীবনে অভ্যাস করতে শুরু করেছেন। যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেই সমাজের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হতে হবে, সেই বিষয় এখন এই পাঠে আমরা আলোচনা করবো। এই বই'এর এটিই শেষ পাঠ।

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেই সমাজের প্রতি আমাদের যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রথমে ওয়াকিফ্‌হাল হতে হবে। সেদিক থেকে এই পাঠটি আমাদের জন্য খুবই উপযোগী হবে বলে মনে করি। ভালভাবে এই পাঠটি পড়ে একজন উপযুক্ত ধনাধ্যক্ষের মত সমাজ বা দেশের আদর্শ নাগরিকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠের খসড়া ঃ

খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্য।
- সৎজীবন-যাপন করা।
- মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরা।

নাগরিক দায়িত্ব।
- কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য।
- কর দেওয়া।
- ভোট দেবার অধিকার পালন করা।
- সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করা।
- কর্তৃপক্ষের জন্য প্রার্থনা করা।

সমাজ কল্যান মূলক কাজ করা।
- সমাজের উপর আমাদের প্রভাব।
- প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ পড়ে শেষ করার পর আপনি ঃ

★ একজন খ্রীষ্টিয়ান কি কি উপায় তার সমাজে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যস্বরূপ হতে পারবে, সেই ব্যাপারে ভাল করে বুঝতে পারবেন।

★ একজন সৎ নাগরিক হিসাবে সমাজ বা দেশের প্রতি একজন খ্রীষ্টিয়ানের দায়িত্বগুলি বলতে পারবেন।

★ একজন খ্রীষ্টিয়ান তার সমাজে কিভাবে ভাল প্রতিবেশীর মত চলতে পারবে, তাকে তা বোঝাতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এই বই এর এটাই হ'ল শেষ পাঠ। আগের পাঠগুলো যেভাবে পড়েছেন, এটিও সেইভাবে খুব মনযোগের সাথে পড়ুন।

২। সম্পূর্ণ পাঠটি ভালভাবে পড়ার পর পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন। তৃতীয় খণ্ডের সাত থেকে দশ পর্যন্ত পাঠগুলো আগাগোড়া আবার ভালভাবে পড়ুন। তারপর তৃতীয় খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট প্রস্তুত করে আপনার আই. সি. আই. শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

ওয়াকিফ্হাল

আনুগত্য

ওয়াদা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্য ঃ

সৎ জীবন-যাপন করা।

লক্ষ্য ১ ঃ খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন ও ন্যায় বিচার মূলক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক আছে, এমন কতকগুলো উক্তি বেছে নিতে পারা।

ন্যায়-বিচারই হোল আজকের জগতের তীব্র আকাংক্ষা। মানুষ চায় এমন একটি সমাজ যেখানে ন্যায় বিচার আছে, কিন্তু তারা নিজেরা সৎ জীবন-যাপন করতে চায়না। তারা এই সহজ কথাটাই বুঝতে পারছেনা যে, প্রত্যেকে যখন সৎ জীবন যাপন করবে কেবল তখনই একটি ন্যায়-বিচার মূলক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। মাটির তৈরী মানুষ দিয়ে কি সোনার সমাজ গড়ে তোলা যায় ?

যীশু বলেছেন, "যারা মনে-প্রাণে ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলতে চায়, তারা ধন্য ; কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে" (মথি ৫ ঃ ৬)। যীশু তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, যাদের নিজেদের মধ্যে ন্যায়-বিচার আছে। তিনি তাদের কথা বলেননি, যারা অন্যদের মধ্যে ন্যায়-বিচার আছে কিনা, কেবল তা খুঁজে বেড়ায়। যীশুর শিক্ষানুসারে তাহলে বলা যায়, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রয়াস কেবলমাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেই আছে।

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমরা আমাদের সমাজের হিতের জন্য এক বিরাট প্রভাব স্বরূপ। মানুষের কাছে আমরা হচ্ছি লবনের মত, স্বাদ যুক্ত (মথি ৫ ঃ ১৩)। খ্রীষ্টিয়ানরা আছে বলেই আজও আমাদের সমাজ অতখানি জঘন্য হয়নি। ভাই ও বোনেরা,—আসুন-আজ থেকে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের মত জীবন যাপন করে সমাজের অন্যান্যদের সামনে আমরা আলো জ্বালিয়ে দেই, যেন তারা আমাদের ভাল কাজ দেখে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে (মথি ৫ ঃ ১৬)। আমরা প্রত্যেকে যদি খ্রীষ্টের জীবন যাপন করি তাহলে সমাজে তার কতই না সুন্দর প্রভাব পড়বে।

১। নীচের কোন্ উক্তিটিতে খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন ও ন্যায়-বিচার-মূলক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক আছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ন্যায়-বিচারমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই সরকারের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদে থাকতে বা চাক্‌রী করতে হবে।

খ) ন্যায়-বিচারমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্যদের মত খ্রীষ্টিয়ানদেরও যেটি ঠিক বা ভাল, তার জন্য আকাংক্ষা করতে হবে।

গ) খ্রীষ্টিয়ানরা খ্রীষ্টিয় জীবন-যাপন করে একটি ন্যায়-বিচারমূলক সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরার কয়েকটি উপায় বা পথ জানতে পারা।

সমাজে অনেক লোকই আছে যারা আমাদের মণ্ডলীর অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ অবগত নয়। হয়ত আপনি আপনার বাতি জ্বেলে তা ঝুড়ির নিচেই রেখে দিয়েছেন (মথি ৫ ঃ ১৫)। তাই বিভিন্ন ভাবে মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে। রেডিও প্রোগ্রাম বা খবরের কাগজের মাধ্যমে তুলে ধরা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। কিন্তু রিপোর্টের আকারে অনেক খবর আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দিতে পারি। সম্পাদকেরা এগুলোর যথেষ্ট মূল্যও দেবেন, যেমন ঃ সংঘবদ্ধভাবে কোন একটি প্রচার অভিযানের বিষয়, সাণ্ডে স্কুলের প্রোগ্রাম, কন্‌ভেনসন বা বাৎসরিক বড় সভার বিষয়, নূতন প্রচারকেন্দ্র স্থাপন, কোন একটি বিবাহ, বিশেষ বিশেষ প্রচারকদের ডেকে সভার আয়োজন করা অথবা মণ্ডলীতে অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয়। এগুলি মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

★
★ ★

২। আপনার মণ্ডলীকে সমাজের সামনে তুলে ধরবার কমপক্ষে তিনটি মাধ্যম আপনার নোট বই'এ লিখুন। রিপোর্ট আকারে কিছু হলে তাও লিখে নিতে পারেন।

নাগরিক দায়িত্ব ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ নাগরিক হিসাবে খ্রীষ্টিয়ানদের দায়িত্বের বিষয়ে যে উক্তি-গুলো আছে, সেগুলি বুঝতে পারা।

কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য ঃ

রোমীয় ১৩ ঃ ১-৬ পদে প্রেরিত পৌল আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, শাসনকর্তারা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুতরাং খ্রীষ্টিয়ান-দের অবশ্যই সরকার ও আইনের প্রতি আনুগত্যশীল থাকতে হবে। খ্রীষ্টিয়ানদের সরকার ও আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত না, কেননা তাতে তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়। যত বড় সংগত কারণই থাকুক না কেন, খ্রীষ্টিয়ানেরা কখনই সরকারের বিরুদ্ধে যাবে না। যারা সরকারের উচ্ছেদ করতে বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, তাদের সমর্থন করাও খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত না। উদাহরণ স্বরূপ—শৌলের প্রতি দায়ূদ কি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। কেননা শৌল ছিলেন ঈশ্বরের অভিষিক্ত। পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরই শৌলকে দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু দায়ূদ কখনও শৌলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা করেননি। দায়ূদ দুই দুই বার শৌলকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু

দায়ূদ তা করেননি (১ শমূয়েল ২৪ : ৬, ২৬ : ৯-১১)। ঈশ্বর শৌলকে শাসনকর্তারূপে অভিষিক্ত করেছিলেন, সুতরাং যে পর্যন্ত ঈশ্বর তাকে ক্ষমতাচ্যুত না করেন, সেই পর্যন্ত দায়ূদ শৌলের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাননি, কারণ, শৌলকে ঈশ্বরই রাজারূপে স্থাপন করেছিলেন।

কর দেওয়া :

সরকারী অনেক সুযোগ-সুবিধা আমরা ভোগ করে থাকি। যেমন ফ্রি প্রাইমারী স্কুল, রাস্তার লাইট, পুলিশের পাহারা, ইত্যাদি। আমরা যে কর সরকারকে দিয়ে থাকি সেই টাকা দিয়েই এই সব খরচা সরকার বহন করেন এবং রাস্তা ঘাট তৈরী করে থাকেন। যারা কর ফাঁকি দেয় তারা বস্তুতঃ সমাজের ক্ষতিসাধন করছে। খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত তাদের উপর নিরূপিত কর যথাযথভাবে দিয়ে সমাজকে কল্যানমূলক কাজে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা।

সরকারকে কর দিতে যীশুও আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, "যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও" (মথি ২২ : ২১)। শুধু তাই নয়, যীশু নিজে কর দিয়ে আমাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (মথি ১৭ : ২৪-২৭)। প্রেরিত পৌলও পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদের কর দেওয়া উচিত (রোমীয় ১৩ : ৬-৭)।

ভোট দেবার অধিকার পালন করা :

প্রত্যেক সরকার ঈশ্বরের কাছেই দায়ী কেননা ঈশ্বর সরকারকে ক্ষমতায় বসান। একইভাবে দেশের সমস্ত মানুষের কাছেও সরকার দায়ী, কেননা, দেশের লোকেরাও তাদের নির্বাচন করে থাকেন। আবার

সরকার নির্বাচনের জন্য দেশের লোকেরাও ঈশ্বরের কাছে দায়ী। কোন সরকার যদি ভাল না হয়, অত্যাচারী হয়, মানুষের কল্যানের চেয়ে অকল্যানই বেশী করে তাহলে সেই সরকারের জন্য দায়ী তারাই, যারা তাদের নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং, ভোট দেবার আগে আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে যে যাকে বা যাদের আমরা ভোট দিতে যাচ্ছি, তারা মানুষের জন্য কল্যান না অকল্যান বয়ে আনবে। আমাদের বেতন বাড়ানর জন্য বা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য কি আমরা কোন প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছি, না এমন কোন প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছি, যিনি দেশের কাজ কর্ম চালিয়ে যাবার জন্য সব চাইতে উপ-যোগী? এই সব দিক বিচার বিবেচনা করে আমরা যদি এমন কোন যোগ্য, দায়িত্বশীল, কর্মঠ, ও পরোপকারী প্রার্থীকে নির্বাচন করি, তাহলে পরে আমাদের দুঃখ করতে হবেনা, বরং তা হবে আমাদের জন্য কল্যানকর। আর ঈশ্বরও তাতে খুশী হবেন।

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেন যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে তিনি আমাদের সাহায্য করেন। যারা ক্ষমতালোভী তারা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদের সামনে মিথ্যা ওয়াদা করে—যেমন "আমাদের ভোট দিলে, নির্বাচিত হওয়ার পর এটা দেবো—সেটা দেবো; আমরা গরীবের বন্ধু "ইত্যাদি বলে—ভোট সংগ্রহ করে থাকে। অথচ নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতায় বসে তারা তাদের ওয়াদার কথা ভুলে যায়। এরা মুখে ভাল কথা বলে, কিন্তু অন্তরে থাকে অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে। আমরা নিশ্চয়ই সেই যিহুদার কথা ভুলিনি, যে গরীব দুঃখীদের কথা চিন্তা করে কি সুন্দর কথাই না বলেছিল, কিন্তু আসলে সে ছিল চোর, প্রতারক ও প্রবঞ্চক (যোহন ১২ঃ ৪-৬)।

সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করা ঃ

খুব কম সরকারই ভাল দেখতে পাওয়া যায়, এর কারণ যারা সরকারী কর্মকর্তা তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নখ্রীষ্টিয়ান। খ্রীষ্টি-য়ানরা যদি সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তারা এই সব সরকারকে অনেক মংগলকর কাজ করতে সাহায্য করতে পারে।

খুবই সত্য কথা যে সরকারী কাজে প্রায়ই বিভিন্ন প্রলোভন আসে, যেমন ঘুষ, স্বজন-প্রীতি ইত্যাদি। এই বিষয়ে নবী দানিয়েল এক চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। বস্তুতঃ দানিয়েল খুব ঈশ্বর-ভক্ত লোক ছিলেন, এবং একই সাথে রাজ কার্যে অধিষ্ঠিত এক মহান ব্যক্তি ছিলেন (দানিয়েল ১ ঃ ১-৬ ঃ ২৮)। অসৎ পারিষদবর্গের মধ্যে থেকেও দানিয়েল ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত রেখেছিলেন। আর তাতে ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

রোমীয় ১৬ ঃ ২৩ পদে প্রেরিত পৌল ইরাস্তের কথা বলেছেন যাঁর উপর ঐ "শহরের টাকা-পয়সার হিসাব রাখবার ভার ছিল"। সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করে ইরাস্ত যেমন ঈশ্বরের সেবা করেছেন, আমরাও তেমন করতে পারি। সুতরাং ঈশ্বর যদি আপনার দেশের সরকারী কাজের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আপনাকে সুযোগ করে দিয়ে থাকেন, আগ্রহের সাথে তা পালন করুন। একইভাবে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করে সমাজ কল্যানকর কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষের জন্য প্রার্থনা করা ঃ

সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে কাজ-কর্ম করে সমাজ ও মানুষের অধিক মংগল সাধন করাই যথেষ্ট নয়—তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনাও করতে হবে। বাইবেলে এ কথা লেখা আছে—সরকারী কর্মকর্তা, যাদের হাতে সমাজ ও দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য আমরা যেন প্রার্থনা করি (১ তীমথিয় ২ ঃ ১-২)। বাইবেলে লেখা আছে বলেই যে আমরা সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রার্থনা করবো তা নয়, তাতে বরং আমাদের নিজেদেরও মংগল হবে, "যাতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দেখিয়ে এবং সৎভাবে চলে আমরা স্থির ও শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারি" (১ তীমথিয় ২ ঃ ২)। দেশে বা সমাজে হঠাৎ যখন কোনরূপ বিশৃংখলা দেখা দেয়, তখন দেশ ও সমাজের পরিচালক বর্গের জন্য আমাদের কত না প্রার্থনা করা দরকার। ভাই ও বোনেরা আসুন, আমাদের দেশ ও সমাজের পরিচালকবর্গের জন্য প্রার্থনা করি।

৩। কোন্ নেতাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে? আপনার নোট বই'এ সেই নেতাদের নামের তালিকা তৈরী করুন, এবং তাদের জন্য রীতিমত প্রার্থনা করুন। তারা ভাল হন কি না হন, সেটা বড়কথা নয়, বরং আমরা প্রার্থনা করবো ঈশ্বর যেন তাদের এমন প্রজ্ঞা দেন, যাতে দেশ ও সমাজকে তারা ভালভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

৪। নীচের 'সত্য' উক্তিটি টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) রোমীয় ১৩ ঃ ১-৩ পদ অনুসারে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী সরকারকে উচ্ছেদ করা খ্রীষ্টিয়ানদের একটি বিশেষ দায়িত্ব।

খ) যখন যে সরকার থাকে, সেই সরকারকে কর দেওয়া খ্রীটিয়ানদের দায়িত্ব।

গ) একজন খ্রীষ্টিয়ান যদি প্রার্থনা করে যে, সরকারের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তাহলে তার ভোট দেবার দরকার নেই।

সমাজ কল্যানমূলক কাজ করা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ খ্রীষ্টিয়ানরা সমাজ কল্যানমূলক কাজ করছে, এমন কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

সমাজের উপর আমাদের প্রভাব ঃ

প্রভু যীশুর শিষ্যরা তখনকার সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকত লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাদের দোষারোপ করা হয়েছিল যে তারা "সারা দুনিয়া তোলপাড় করে তুলেছে" (প্রেরিত ১৭ ঃ ৬)। তখনকার সমাজের অবস্থা মোটেই ন্যায় ভিত্তিক ছিলনা। কিন্তু শিষ্যদের ও প্রেরিতদের দ্বারা প্রচারিত খ্রীষ্টের শিক্ষা সমাজের অন্যায় অবিচারকে ধ্বংস করে দিতে লাগল।

আজকে আমরা অনেক সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি, মনে হতে পারে প্রথম থেকে এগুলো বুঝি জগতে এভাবেই চলে আসছে। কোন কোন সরকারের সামাজিক কার্যসূচীর মধেও এগুলি অন্তর্ভুক্ত। যারা এসকল মংগলজনক কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বা প্রথম

পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তারা কারা ? তারা হলেন যীশুর শিষ্যরা, প্রেরিতরা, ও অনেক খ্রীষ্টিয়ান পুরুষ ও মহিলারা। উদাহরণ স্বরূপ—ক্রীতদাস প্রথা রহিত করণ, শিশুদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী, মহিলাদের ভোটাধিকার, হাসপাতাল ও রেডক্রস প্রতিষ্ঠা—এধরনের সমাজ কল্যানমূলক কাজের প্রথম পদক্ষেপ খ্রীষ্টিয়ানরাই নিয়েছিলেন।

যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এখন আমরা আছি এর চেয়ে আরও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা আমাদের খুঁজে বের করা দরকার। এ ব্যাপারে আমাদের আরও অনেক কাজ আছে। প্রথম মণ্ডলীর সদস্যদের জীবন ও কাজ তৎকালীন সমাজে খুবই ফলপ্রদ ছিল ; আমাদেরও ঠিক তেমনি ফলপ্রদ হতে হবে। আজকের জগতের সব সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে ও ন্যায় বিচারের পক্ষে আমাদের কণ্ঠস্বর হবে সোচ্চার। কেননা, "ধার্মিকতা জাতিকে উন্নত করে, কিন্তু পাপ লোক বৃন্দের কলংক" (হিতোপদেশ ১৪ ঃ ৩৪)।

৫। সমাজের উপর আমাদের 'প্রভাব' বা 'ফল' বলতে কি বুঝায় ?

....

প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা ঃ

যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রতিবেশীকে ভাল বাসা ঈশ্বরকে ভালবাসার মতই গুরুত্বপূর্ণ (মথি ২২ ঃ ৩৭-৩৯, মার্ক ১২ ঃ ৩০-৩১)। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে 'প্রতিবেশীকে ভালবাসা' আর 'ঈশ্বরকে ভালবাসা' যীশুর এই দুটো আদেশ এত বেশী সম্পর্কযুক্ত যে কেউ বলতে পারেনা যে, প্রতিবেশীকে ভাল না বেসে সে ঈশ্বরকে ভালবাসছে। যীশুর বলা দয়ালু শমরীয় গল্পটির বিবরণ এই বিষয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ (লূক ১০ ঃ ৩০-৩৭)। আমরা যেন কখনও সেই লেবীয় ও সেই পুরোহিতের মত একই ভুল না করি। সেই লেবীয় ও পুরোহিত তাদের ধর্মিয় কাজ নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিল যে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার সময় তারা পায়নি—

● ★ ●

প্রত্যেকের মংগল করাই খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের দায়িত্ব, এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের আমরা যেন উপকার করি (গালাতীয় ৬ ঃ ১০)। আরও ভালভাবে বলতে গেলে, অভাবী ভাই-বোনদের আমাদের সাহায্য করতে হবে (প্রেরিত ৪ ঃ ৩৪ ; যাকোব ২ ঃ ১৫-১৬ ; ১ যোহন ৩ ঃ ১৭)। একইভাবে অতিথিদেরও আমাদের সাহায্য করা উচিত (মথি ২৫ ঃ ৩৪-৪০ ; যাকোব ১ ঃ ২৭)। যে পড়তে পারেনা, তাকে পড়া শিখিয়ে ; মদ্‌খোর, মাতাল, খুনী-আসামী ও অবাধ্য ছেলেমেয়েদের মন পরিবর্তন করতে সাহায্য ক'রে, এইভাবে অনেক ভাল কাজ ক'রে, খ্রীষ্টিয়ানরা প্রতিবেসীদের সাহায্য করবার সুযোগ পেতে পারে।

৬। নীচের উদাহরণগুলোর মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে সমাজে কে তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে, টিক্ (✓) দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সমাজের উন্নতি সাধন করবার জন্য ও প্রতিবেশীদের মংগলের জন্য অধীর বাবু অনেকগুলো উপায় খুঁজে পেয়েছেন ও সেইমত কাজ করে যাচ্ছেন।

খ) সবিতা সভা প্রার্থনার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্যোগী কিন্তু তার আশ-পাশে যে সব অসামাজিক তৎপরতা চলছে সে বিষয় সে উদাসীন।

গ) আইন অমান্য করে শ্যামল সমাজের উপর তার কাজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়।

আমরা "দায়িত্বশীল খ্রীষ্টিয়ান "নামক বইটির শেষে এসে পৌছেছি। খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা শিক্ষাই বইটির মূল বিষয়। বস্তুত বইটির শেষে এসে পেঁৗছেছি বললে ভুল হবে, বরং বইটির শিক্ষনীয় বিষয়গুলো

এখন থেকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করতে পারি। বাস্তবিকভাবে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব খুবই মহান, কিন্তু আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এই কাজে দায়িত্ব যত মহান, পুরস্কারও তত মহান। ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে যদি আমরা তাঁকে ভক্তি করি, তাঁর পক্ষে কাজ করি, বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর দেওয়া দানগুলো বিনিয়োগ করি ও সেইগুলো ঠিকমত ব্যবহার করি, তাহলে মধুর আনন্দের আস্বাদ পাবো। ভাই ও বোনেরা-আসুন, আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন আমাদের তেমনভাবে অনুপ্রেরণা দেন, যাতে আমরা তার পরিকল্পিত জীবন-যাপন করতে পারি। ঈশ্বর আপনাকে অশীর্বাদ করুন।

পরীক্ষা—১০

১। 'সমাজে খ্রীষ্টানরা উদাহরণস্বরূপ'—এটি কাউকে বুঝাবার জন্য নীচের পদগুলোর মধ্যে কোনগুলো সবচেয়ে উপযোগী হবে, টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ১ শমুয়েল ২৪ ঃ ৬ ; ২৬ ঃ ৯-১১।

খ) মথি ৫ ঃ ১৩-১৬।

গ) মথি ২২ ঃ ২১।

ঘ) ১ তীমথিয় ২ ঃ ১-২।

২। আপনার মণ্ডলীর সদস্যরা কিভাবে' সমাজে সাক্ষ্যস্বরূপ' হতে পারে সেই সম্পর্কে কয়েকটি উপায় আপনার নোট বই'এ লিখুন।

৩। কোন এক বন্ধু যদি আপনাকে বলে যে, অধিকাংশ সরকারই নীতিহীন কার্যকলাপ করে থাকে, সুতরাং, খ্রীষ্টিয়ানদের সরকারী কাজে যোগ দেওয়া ঠিক হবে না। এধরণের কথার যে জবাব আপনি দেবেন, তা আপনার নোট বই'এ লিখুন। অন্ততঃ একটি পদ, এর পক্ষে লিখতে ভুল করবেন না।

৪। মনে করুন, কাউকে হয়ত আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানদের পাঁচটি প্রধান নাগরিক দায়িত্ব আছে। আপনার নোট বই'এ

সেগুলো লিখুন, ও প্রত্যেকটির পাশে এ ব্যাপারে বাইবেলের কোন শিক্ষা বা উদাহরণ যেখানে আছে, তা উল্লেখ করুন।

৫। একজন উত্তম প্রতিবেশীরূপে সমাজে তার আচরণ কেমন হবে, এবিষয় আপনি কাউকে বুঝাতে চাইছেন ; এ সম্পর্কে যে বিষয়গুলি আপনি তাকে বলবেন, সেগুলি নোট বই'এ পর পর সাজিয়ে লিখুন ও বাইবেলের যে পদগুলো আপনার বক্তব্য সমর্থন করে বা শিক্ষা দেয়, সেগুলোও পাশে লিখে রাখুন।

তৃতীয় খণ্ডের পাঠগুলো আগা-গোড়া ভালভাবে পড়ে ছাত্র-রিপোর্ট তৈরী করুন ও আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর ঃ

৪। ক) মিথ্যা।
খ) সত্য।
গ) মিথ্যা। (একজন খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের ইচ্ছাপূর্ণ হবার জন্য প্রার্থনা করে এবং সাথে সাথে ভোট ও দান করবে।)

১। গ) খ্রীষ্টিয়ানরা খ্রীষ্টিয় জীবন-যাপন করে একটি ন্যায়-বিচার-মূলক সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

৫। অর্থাৎ সে সমাজে এমন ধরনের পরিবর্তন আনবে যা অন্যদের জন্য উপকার বা সুফল আনয়ন করতে সাহায্য করবে।

২। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন। আপনার মণ্ডলী যদি বড়দিন বা পুনরুত্থানের সময় বিশেষ সভার আয়োজন করে তাহলে তা লোকের কাছে বা সমাজের সামনে তুলে ধরা সহজ হবে। অন্যভাবেও আপনি আপনার মণ্ডলীকে সমাজে পরিচিত করতে পারেন।

৬। ক) অধীর বাবু।

৩। নোট বই'এ আপনার উত্তর লিখুন।